নং ।—১

আর্য্য-কীর্ত্তি ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

প্রণীত ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকতা,

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ।

১৮৮৩

আর্য্য-গৌরব-রক্ষণেচ্ছু, শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ, সুপণ্ডিত

শ্রীযুত বাবু আনন্দমোহন বসু এম্, এ,

মহোদয়ের হস্তে

আর্য্য-কীর্ত্তি

সাদরে সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতি নীতি আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণা বা স্বজাতি-প্রেমের আবির্ভাব হয় না। বালককাল হইতে বিদেশের কথা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় যে, স্বদেশের বিষয় এক বারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আপনাদের দেশে যে, অনেক মহৎ ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ তাঁহাদের পরোপকার, তাঁহাদের হিতৈষিতা যে, অনন্তকাল জীবলোককে গম্ভীর ভাবের উপদেশ দিতেছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বিদেশী ভাবে বিদেশের কাহিনীতে জড়িত হইয়া, তিনি সর্ব্বাংশে বৈদেশিক হইয়া পড়েন। স্বদেশের দুঃখে—স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার আবির্ভাব হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে 'আর্য্য-কীর্ত্তি' প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে। অল্পমূল্যে খণ্ডে খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এতদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও স্বদেশহিতৈষিতা ও আত্মাদরের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতা,
১লা শ্রাবণ, ১২৯০।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বিষয়।

আর্য্যকীর্ত্তি

মিবারের রাজপুত বীরের চরিত্র।

কুম্ভ।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুলপ্রসবিনী। মিবারের রাণা কুম্ভ যথার্থ বীরপুরুষ। শত্রুর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে, দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারি আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে, ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি একটী বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে, অসময়ে অতর্কিতভাবে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তারে উদ্যত হইতেছে, ন্যায়ের গভীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অনবরত-নরশোণিত-স্রোতে চারিদিক্ রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীর-পুরুষ না বলিয়া গোঁয়ার বা ক্রূর—সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। প্রকৃত বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্র-

সর হন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলকে সম্প্রীত করিতে থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব পার্থিব হীনতার পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিপ্লবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না, প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা যে বীরত্ব ও মনস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত পাঠান, জিগীষু মোগল, বা রাজ্য-লোলুপ ইঙ্গরেজ-সেনাপতি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সাহাবদ্দীন গোরী চাতুরী অবলম্বন না করিলে, বোধ হয় সহসা দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিত না; আকবর শাহ গভীর নিশীথে গোপনে পরাক্রান্ত জয়মল্লকে হত্যা না করিলে, বোধ হয় চিতোররাজ্য সহসা মোগলের হস্তগত হইত না, এবং চিতোরের সহস্র সহস্র লাবণ্যবতী ললনা অনলকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিত না; লর্ড ক্লাইব গোপনে মীরজাফর ও জগৎশেঠদিগকে আপনার পক্ষে না আনিলে, বোধ হয় সহসা পলাশীর যুদ্ধে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটীশ কোম্পানীর পদানত হইত না; কাপ্তেন নিকলসন্ ও কাপ্তেন লরেন্স ষড়যন্ত্র না করিলে বোধ হয় সহসা মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যে ব্রিটীশ পতাকা উড়িত না। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুষ আপনাদের বীরত্ব এইরূপ

কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও এরূপ কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত বীর সর্ব্বদা অকলঙ্কিতভাবে আপনার অতুল্য বীরত্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্ম-সম্মান ও বিশ্বস্ততা রাজপুত বীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। একজন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি? সে তখনি উত্তর করিবে যে, "গুণচোর" ও "সৎচোর" হওয়াই সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর' আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোর।" যে গুণচোর ও সৎচোর হয়, রাজপুতের মতে সে অনন্তকাল যম-রাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আমরা মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বলিব। বীরত্বের রুদ্র মূর্ত্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি কিরূপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

প্রথমে রাণা কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের উজ্জ্বলতা পাঠকবর্গকে দেখাইব। কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মিবারের সিংহাসনে থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিরকাল শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহাকে একটী পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। খিল্‌জিবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটী মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্ব স্ব প্রধান হয়। এই সকলের মধ্যে

মালব ও গুজরাট প্রধান। কুম্ভ যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন এই দুই প্রদেশের অধিপতি বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ-রক্ষায় প্রস্তুত হন। মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের পরাজয় হয়, বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবের অধিপতি শেষে কুম্ভের বন্দী হন। এই সময়ে মহাবীর কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। কুম্ভ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক ধনসম্পত্তি দিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বীরপুরুষের চরিত্র এইরূপ মহত্ত্ব ও উদারতায় পূর্ণ। যখন শিখসেনাপতি শের সিংহের পরাজয় হয়, শিখসর্দ্দারগণ যখন ইঙ্গরেজসেনাপতির হাতে আপনাদের তরবারি দিয়া কহেন ;—"ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়াছি, কখনও আমরা বীরধর্ম্মের অবমাননা করি নাই। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে

চিরনির্বাপিত হইয়াছে, আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র সমস্তই হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্ম সমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কালও তাহা করিব।” ইঙ্গরেজ-সেনাপতি এই পরাজিত তেজস্বী বীরগণের সম্মান রক্ষা করিলেন না। সে সময়ে ব্রিটীশ রাজপ্রতিনিধি পঞ্জাবের স্বাধীনতা নষ্ট করিলেন। শিখ-রাজ্যে ব্রিটীশ পতাকা উড়িল। যাহারা আহত হইয়া গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে বীরত্বের সম্মান ভাসিয়া গেল। মিবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে আপনার প্রকৃত বীরত্ব রক্ষা করিয়াছিল। রাজপুত বীরের এই অসামান্য চরিত্রগুণ পৃথিবীর সমস্ত বীরেন্দ্র-সমাজের শিক্ষার বিষয়।

রায়মল্ল।

মিবারের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এই দেবভাব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি স্বার্থত্যাগের কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, বংশের পবিত্রতার রক্ষার জন্য যদি কোনরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা থাকে, প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে, তাহা হইলে মিবারের রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন,

এবং এইরূপ তেজস্বিতার বলে আপনার বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস্ অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন, বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন, হাউয়ার্ড অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন, কিন্তু রায়মল্ল তেজস্বিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক ছড়াইয়া আপনার মহত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতে অক্ষম রহিয়াছে। রোমের ব্রুতস অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়-বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন, মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

চারি শত বৎসরের কিছু অধিক কাল হইল, বীরভূমি রাজপুতনার একটী লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ; এই বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্ব চালনা করিতেছিলেন। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্ত্তি চারিদিকে একটী অপূর্ব্ব প্রভার বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটী ক্ষত্রিয় যুবক এই মোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ ভাবের সহিত ভীষণতা মিশিয়া গেল। অশ্বারূঢ় যুবক অশ্বারোহিণীর অনুপম লাবণ্যরাশি, ইহার উপর অপূর্ব্ব অশ্বচালনা-

কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী,যুবকের হৃদয়ে আশা নিরাশার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। যুবক ইহার ঘাত প্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে। লীলাময়ী কল্পনার অপূর্ব্ব কাহিনী নহে। ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে? মিবারের ক্ষত্রকুল-সূর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল। আর বিদ্যুৎচঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে? টোডার অধিপতি রাও সুরতনের কন্যা—তারাবাই। বাপ্পারাওর বংশধর আজ এই যুদ্ধ-বেশ-ধারিণী লাবণ্যময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির লাবণ্য-সাগরে মগ্ন হইলেন।

মহারাজাধিরাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও রাও সুরতন সহসা তাঁহার আশা ফলবতী করিলেন না। বীর-ভূমি রাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুত-বীর বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকার বাঙ্গালীর ন্যায় ধনশালীর জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি, এ, এম, এ, উপাধিকারী বিলাসী যুবক পাইলেই রাজপুত বীর আহ্লাদে গলিয়া যায় না। লিল্লা নামে একজন দুরন্ত পাঠান রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যারত্নের সহিত মিবাররাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতে-ছিলেন। সুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উচিত। যাঁহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞা-বাক্য সেই বীরপুরুষদের মুখেই শোভা পায়।

জয়মল্ল রাও সুরতনের দুহিতা-রত্নের অভিলাষী হইয়া, টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনের কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রাজপুত-কলঙ্কের হৃদয়ে কালিমার সঞ্চার হইল না। যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়াছিল, তিনি পরাজিত হইলেও অম্লানভাবে বেদনোরে আসিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন জয়মল্লকে হত্যা করিয়া আপনার বংশের সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ রায়মল্লকে শুনাইবে কে? বাপ্পারাওর সন্তানের শোণিতে রাও সুরতনের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে কে? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন; দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জয়মল্লই পিতার হৃদয়-রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়

রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদারুণ শোকের আঘাতে রায়মল্ল বিকল হইবেন। তাঁহাকে সুস্থির করিবে কে? মিবারের রাজপুতেরা ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইল. কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না, মহাবাজ রায়মল্লের কাণে গেল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আবক্ত হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রায়মল্ল অকাতরে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান এইরূপে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল ইহা কহিয়া পুত্রহন্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়-কুলোচিত পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃত। এই মহাপ্রাণতা ও এই তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান করিতে পারেন, আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর কি চারণগণ অতীত গৌরবের গীতি গাইয়া চির-নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?

বীরবালক ও বীররমণী।

১৫৬৮ অব্দে পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আক্‌বর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অকাতরে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হন, রাজপুতকুল-গৌরব জয়মল্ল যখন শত্রুর হস্তে নিহত হন, ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোরের তিনটী বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া লক্ষ মোগল-সেনার গতি প্রতিরোধ করিতে দাড়াইয়াছিলেন। এই ললনাত্রয় শত্রু-নিপীড়িত রাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা, স্বাধীনতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি, আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমরে পুরুষ সিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। বীরভূমি বীরশূন্য হইয়াছে। চিতোর রক্ষা করিবে কে? দুর্দ্দান্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে বাধা দিবে কে? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুর্ব্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এই সময়ে একটী বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাঁহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শূন্য স্থান

পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর। বয়সে তিনি বালক, কিন্তু সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকট বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া অসীম উৎসাহে পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগল-সেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আক্‌বর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্যভাগ আর এক জন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল, দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট অপর দিক হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা আকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতিরোধ হইল। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম—গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে দুই একটী শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। এই বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল। এদিকে অনবরত গুলি আসিতেছিল, অনবরত গুলির আঘাতে সৈন্যগণ রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইতেছিল। আকবর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটী বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। একটী বর্ষীয়সী,

আর দুইটী ঈষদ্ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী।৷ তিনটীই অশ্বে আরূঢ়, তিনটীই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটীই শস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া আকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটী বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহাব অসংখ্য সৈন্যের গতিরোধ হইয়াছে, ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ক্ষোভে, লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এদিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল: তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, স্নেহের একমাত্র অবলম্বন—প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ—একাকী মোগল-শস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়ভূমি সহোদর পবিত্র কার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত মোগলসৈন্যের একদল আক্রমণ করিয়াছেন; আকবর আর এক দল লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী, কর্ণবতী, হঠাৎ এই সৈন্যের গতিরোধ করিলেন, তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, পবিত্র দেশের পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর ব্যূহভেদে দণ্ডায়মান হইলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্য-বহ্নির এই তিনটী অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের অসংখ্য সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নির্জীব, ভারত আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয় জীবন-শূন্য। ভারত আজ এ বীরবালক ও বীরাঙ্গনার পবিত্র বীরত্বের পূজা করিবে কি?

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটী বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনাত্রয় দুরন্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহাঁদের অস্ত্র চালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। আকবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিন বীরাঙ্গনার বীরত্বে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই বীরাঙ্গনা তিনটীকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে যুদ্ধে উন্মত্ত, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বীরাঙ্গনাত্রয় অসীম সাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। সহসা কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে টলিয়া পড়িলেন।

কর্ম্মদেবীর দৃক্‌পাত নাই; প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন না,—অকাতরে অবিচলিত হৃদয়ে তিনি শত্রু-পক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একটী গোলা আসিয়া কমলাবতীর বামহস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথম টলিলেন না; স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শত্রুর সৈন্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। মোগলেরা উন্মত্ত, গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়েই ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত সম্রাটের সৈন্য পরাজয় করিয়া গিরিবর্ত্মের নিকটে আসিলেন। তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ পবিত্র যুদ্ধ-স্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুরন্ত মোগল সৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আসিতেছিল। পুত্ত বাহু প্রসারিয়া ইহাদিগকে তুলিয়া লইলেন। কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন, ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। পুত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর

সহিত এক চিতায় একত্রে দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইহাঁরা অমরলোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইহাঁদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিল।

বীর-ধাত্রী

মিবারের বীর-ধাত্রীর অপূর্ব্ব কথা অলৌকিকভাবে পূর্ণ। এই ধাত্রী এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতা ও রাজভক্তি দেখাইয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রাজপুত কুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটী গৌরবসূচক চিহ্ন যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি বিধর্ম্মী যবনদিগের সহিত যুদ্ধে ভগ্নপাদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্ব ও গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। শত্রুর চক্রান্তজালে পড়িয়া পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবা-রের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শিশু সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ ছয় বৎসরের বালক নিশ্চিন্ত মনে আহার পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে; এ দিকে যে দুরন্ত শত্রু তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল অনভিজ্ঞ শিশু

তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সংগ্রামসিংহের দাসী-পুত্র বনবীর মিবারের সিংহাসন নিজের আয়ত্ত রাখিবার আশায় এই কোমল কোরকটীকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এই ঘোর বিপদ হইতে আর পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে? বাপ্পারাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটী অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটী তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল? কি উপায়ে পিতৃহীন সহায়হীন শিশু অক্ষত শরীরে রহিল? তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে একজন ক্ষৌর-কার আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে, ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটী ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গারি লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসা-

রণ করিল। বনবীর উদয়সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদন-ধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশুসন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়া ক্ষৌরকারের নিকট গমন করিল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশুসন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যু-মুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কতদূর মহান্? যে রমণী হৃদয়-রঞ্জন কুসুম-কোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কতদূর তেজস্বিতার পরিপোষক! আজ এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বিতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতার মহান্ ভাব বুঝিতে পার নাই। তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পার। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্যা ধাত্রীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আয়ত্ত নয়। অসাধারণ লোকেই ইহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হায়! আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ লোক কয়টী আছেন? প্রতিধ্বনি বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টী আছেন? ভারত আজ নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা

কূর্ম্মের ন্যায় আজ আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি আবার কহিতেছে, কে ইহার উত্তর দিবে?

প্রতাপসিংহের বীরত্ব।

আজ ১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজপুরুষগণ স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছেন। বিধর্ম্মী যবন, পবিত্র সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত হইয়াছে, মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষায় কৃতসংকল্প। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটে চৌহান, রাঠোর, ঝালাকুলের বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপসিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

হলদিঘাট একটী গিরিবর্ত্ম। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রায় সকল দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত, লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান পর্ব্বত অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপসিংহ এক গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া আকবর-

তনয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুত বীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বের-রাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর অসংখ্য সৈন্তের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না; মেঘ-গম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুত-কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর যুবরাজ সেলিম হস্তীতে আরোহণ করিয়া যে দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, প্রতাপ সেই দিকে অসি চালনা করিলেন। এক এক আঘাতে সেলিমের দেহ-রক্ষকগণ ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। হস্তীর মাহুত প্রাণত্যাগ করিল। প্রতাপ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তিনবার মোগল সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনবার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্ম প্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন। তাঁহার শরীরের এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বর্শার আঘাত এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্ত ভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল।

কিন্তু তাহাদের অনেকে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। চৌহন রাঠোর, ঝালা-কুলের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল; প্রতাপকে উদ্ধার করা এবার অসাধ্য বোধ হইল। দৈলবারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সৈন্য লইয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন। এবার মোগলের ব্যূহ ভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরমল্ল ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণ-ভূমির ক্রোড়-শায়ী হইলেন। প্রতাপ বীরমল্লের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দৈলবারা! আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলে। আসন্ন-মৃত্যু দৈলবারা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজপুত বীরধর্ম্ম জানে। বিপৎকালে মহারাণাকে ত্যাগ করে না।" মোগল-সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয় লাভ হইল না। মোগল সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিকে ছাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হল্‌দিঘাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হল্‌দিঘাট রক্ষার্থ অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিতচিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হল্‌দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজে

হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপসিংহ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামে নীলবর্ণ তেজস্বী অশ্ব-আরোহণে রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ-স্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু। তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ এই ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হল্‌দিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়-গণের স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়-শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজল-নয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইলেন। এ দিকে পথে চৈতকের প্রাণ বিয়োগ হয়! প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই স্থান "চৈতক্‌কা চবুতর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এ দিকে সেলিম বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল; প্রতাপ সন্তানবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না: প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিক অন্ধকারময় হইতে লাগিল, ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না। এই সময় প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ তাঁহার পরিবারবর্গকে একটী নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী

ঈদৃশী হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক, এই ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসাভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মলনামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটী দুহিতা এই অবশিষ্ট রুটী লইয়া খাইতেছিল, এমন সময়ে একটী বন্য বিড়াল তাহার হস্ত হইতে সেই রুটীখানি কাড়িয়া লয়। বালিকা কাঁদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইতেছে। বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লান বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ

করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান বদনে রাজপুত বংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তির বিভীষিকায় তাচ্ছীল্য দেখাইয়া কহিয়াছিলেন "এইভাবে দেহ-বিসর্জ্জনের জনাই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতর স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল, প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগর মধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইলেন, সেই পত্র পৃথিরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথিরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথিরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটী কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন;—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই

সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন ব্যবসায়ী; তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলই হতাশ্বাস হইয়া, নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই ব্যবসায়ী কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না। একদিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।”

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনী শক্তি দিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে

নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন। এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা বার বৎসর পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহস সহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচর-বর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে ছিলেন, প্রতাপ প্রবলবেগে আসিয়া মোগল সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়-পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীড় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়-বার্ত্তা আক্‌বর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেওয়ীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর মোগল সৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়-লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে উঠিলেই তাহার নেত্র চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পারাওর জীবিত কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুতকুল-গৌরব সমর সিংহ স্ব

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দৃষদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে আপনাদের দুর্গতির সময় ঝড় বৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবা, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না; তনয়ের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার এই কষ্ট দেখিয়া, প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে

স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।” পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।” সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, “যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন. নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে “পেলপনিসসের সমর”* অথবা “দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন”† কখনও এই রাজপুত-

* গ্রীসের দুইটী নগর—স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়া পরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটী সংগ্রাম হয়। ইহাই “পেলপনিসসের যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক-সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে

শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুত-পূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন স্বদেশ-হিতৈষিতা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ-পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়নজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্যপরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাজ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্যসম্পত্তির অধি-কারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই; কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে

প্রত্যাগত হন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক-সেনাপতি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বত-মালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রস্পর্শী শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

আত্ম-ত্যাগ।

আমরা ধীরে ধীরে মিবারের বীরপুরুষ ও বীর-রমণীর তেজস্বিতার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের অপ্রাধান্য প্রতিহত রাখিয়াছে? তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই, এবং বিজেতার

সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাঁহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাঁহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাঁহাদের পুরোহিত (ড্রুইড্) গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে,—কিন্তু কখন ও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পর-হস্তগত হইয়াছে, অনেক সৈন্য পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে,—মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা রক্ষায় তাচ্ছীল্য দেখান নাই; মিবারের বীররমণী সংগ্রাম-স্থলে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই; মিবারের বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই; মিবারের বীরধাত্রী স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর বংশ রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় নাই; মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়-রঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের

পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হন নাই; মিবারের কুলপুরোহিত রাজ-বংশের মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে স্বীয় হস্তে স্বীয় জীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষায় কাতর হন নাই। ব্রিটীশভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থপরতা থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি, যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয়। মিবার যথার্থ এ আত্মত্যাগ-গরিমার লীলা-ভূমি। আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কাজ। মিবারের পুরোহিত এই অলৌকিক কাজ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই "দান-বীরের" তুলনা সম্ভবে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটী ক্ষত্রিয় যুবক মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভয়ের দেহই বীরত্ব-ব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবন-সুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত একটী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের শীতল আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান প্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের

মৃগয়া-ভূমিতে হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল, হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটী তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয়সিংহের পুত্র। একটীর নাম প্রতাপ সিংহ, অপরটীর নাম শুক্ত। একটী অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, অপরটী স্বদেশী স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ করিয়াছেন। একটী জাতীয় গৌরবের জীবন্ত মূর্ত্তি, অপরটী জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়-ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সূত্রপাত হইল। যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে মিবারের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বলতর হইতে পারিত, হায়! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বল-ক্ষয় করিল।

প্রতাপসিংহ মহারাণা উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং মিবারের গদি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শুক্ত, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায় শুক্ত কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি মোটা সূতা একত্র ধরিয়া তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শুক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, যে তরবারি অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে। শুক্ত ইহা কহিয়াই পূর্ব্বের

স্থায় গম্ভীরভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় শুক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শুক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপসিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না। কিছুতেই আর পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতা-সূত্রে বাঁধিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। একদা প্রতাপসিংহ চক্রাকার অস্ত্র-ক্রীড়া ভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বর্শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ক্রীড়া-ভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে শুক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীর স্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "আজ এই ক্রীড়া-ভূমিতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে, আজ দেখিব শাণিত বর্শা চালনায় কাহার অধিক ক্ষমতা আছে।" শুক্ত হঠিলেন না, অবিলম্বে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আয়োজন হইলে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আরম্ভ করিবে?" অবিলম্বে উভয়ে বর্শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। মিবারের আশা-ভরসা-স্থল তেজস্বী বীরযুগলের জীবন আজ সংশয়-দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে একটী কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়-স্থল,—উভয়ই তাঁহার দেহ-লক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিল। সাহসী পুরুষ ধীরভাবে বিরাট-পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতা। পবিত্র কুল-পুরোহিত আজ দুই ভাইর যুদ্ধ নিবারণে উদ্যত, আজ দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবন রক্ষায় কৃত-সঙ্কল্প। পুরোহিত ধীরে গম্ভীরউন্নতস্বরে এই দুই ভাইকে কহিলেন, "এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বর্শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক, তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তরণ করুক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতার পবিত্র অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।" কিন্তু পুরোহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল উভয়ে উভয়ের জীবন সংহারে সমুত্থিত হইলেন। শাণিত বর্শা পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্র কুলের হিতার্থী পবিত্রস্বভাব পুরোহিত ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমিষ মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া আপনার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুল দেবতা

যুদ্ধোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অকাতরে অম্লানভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রতাপসিংহ ও শুক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয় পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্ম পীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। মহান আত্মত্যাগের মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া তীব্রস্বরে আপনার কনিষ্ঠকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শুক্ত জ্যেষ্ঠের আদেশের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগলসম্রাট আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইতেছিল। সেই মিবারের থর্ম্মাপলীতে—হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে শুক্ত জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন: দুই জন আবার প্রীতি-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

বীরবালা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী অনন্ত অসীম কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। পরাধীন পরপীড়িত ভারতবর্ষ দুরন্ত তৈমুর লঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ তগ্‌লক জীবন্মৃতের ন্যায় এই মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার প্রভাব সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তাঁহার রাজধানী মহানগরী দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর অশ্রুত-পূর্ব্ব অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়ে বীরভূমি রাজস্থান আপনার চিরন্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের বীরবালা আপনার অসাধারণ চরিত্রগুণ এবং অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালার নাম কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানে যশলমীর নামে একটী জনপদ আছে। এই জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার চারি দিকে বিশাল বালুকা-সাগর নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির এই ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহিমা বাড়াইয়া দিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পূগল নামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য

করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে সাধু সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা এবং তাঁহার বীরত্বের নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পূগল-কুমার এইরূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অরিন্ত নগরে উপনীত হইলেন। অরিন্ত নগর মহিলবংশীয় মাণিকাবাওর রাজধানী। মাণিকরাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তিনি সমাদরের সহিত পূগল-কুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিল-রাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্য-লীলাময়ী উদ্যান-লতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিল-রাজ মাণিকরাওর দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুর গুণ-পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোর-বংশীয় মন্দোর-রাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিল-রাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূগল-রাজকুমারের অতুল বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়

তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা এ পবিত্র বীর-কীর্ত্তির অবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূমি-বিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে তাঁহার নির্ভয় হৃদয়ে কিছুমাত্র আতঙ্কের আবির্ভাব হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া কামিনী-রত্নকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিন্ত নগরে দুহিতা-রত্নকে সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যান-শোভিনী নবীন-লতা আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার দেহ-লক্ষ্মীর গৌরব বাড়াইল।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল! অরণ্যকমল প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে অধীর হইলেন। আশার সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে, মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসবময় রাজ্যের পরিবর্ত্তে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহল-পূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যত দিন ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা

করিলেন, তত দিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতার অপূর্ব্বসৃষ্টি অপূর্ণবিকশিত কামিনী-কুসুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অরণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্রত সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য সুখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

অরিন্ত-রাজ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় করিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিল সৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু ইহাতে অমত প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টি সেনা এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিন্ত-রাজের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিন্ত নগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই উৎসব ও একই আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া পূগল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলি রাশি উড়াইয়া একদল সৈন্য প্রবল বেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈন্যদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিল। দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম-ভূমির সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখি-

লেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহার নিকট আসিতেছে। অরণ্য-কমল মহা আক্রোশে তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাধু ধীর-ভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈন্যদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মী অধিকারে জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য উপ-স্থিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিত-জলে স্বীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছেন, ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী বীরযুবক বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোর সৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টিসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টি-সেনাকে একবারে আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরবর্ত্তী চন্দন নামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুত-বালার জন্য এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ় হইয়া সমর-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। দুই বার তিনি অস্ত্র সঞ্চালন করিতে করিতে পরাক্রান্ত রাঠোর সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুই-বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রাঠোর বীর-শয্যায় শয়ন করিল।

অসময়ে অতর্কিতভাবে এইরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্ম্মদেবী ভীত হন নাই, আশঙ্কার তীব্র দংশনে আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সুখদুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্ব—প্রাণাধিক স্বামী বহুসংখ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, প্রিয়তমের জীবন সংশয়-দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমর-চাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমর-ভূমির ক্রোড়শায়ী হইল, সাধুরও প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, "আমি তোমার রণ-পারদর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও, আমিও তোমার অনুগামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুম-সুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বালিকার এই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া, অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন, এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন,—এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই, চাতুরীর পঙ্কিলভাব নাই,—অধর্ম্মের ছায়াপাত নাই—তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্য.আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্ত্তকাল উভয়ে

উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু অরণ্যকমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে স্বীয় অসি চালনা করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বরের মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধ-স্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনা লাভ হইল। কিন্তু সাধু আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পূগল-কুমার তেজস্বিতার সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে, অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবীর সমস্ত আশাভরসা ফুরাইল, যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তেজস্বিনী বালা পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পূগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্দ্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মরু প্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতব হইলেন না। তিনি ধীর ভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহা দ্বারা নিজ হাতে নিজেব এক বাহু কাটিয়া কহিলেন, এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয়, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল। তিনি আর এক বাহুও এই ভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবী এই ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণি-মুক্তার সহিত মহিলকবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সাধ্বী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্ম-রাশিতে

পরিণত হইয়া গেল, কিন্তু তদীয় পবিত্র কীর্ত্তির বিলয় হইল না। তেজস্বিনী বীরবালা অপূর্ব্ব চরিত্রগুণ ও অসাধারণ পতি-ভক্তি দেখাইয়া অনন্ত কীর্ত্তির মহিমায় অমরী হইয়া রহিলেন।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পূগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পূগল-রাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটী পুষ্করিণী খনিত হইল! এই পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষত স্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুব অনুগমন করিলেন।

সম্পূর্ণ

Printed by Sarachchandra Deva, at the Vina Press,
37, Machuabazar Street—Calcutta.